ছিল এক অঘটন। এরপর তিন বছর কেটে গেছে। সিপিএম শাসনের পঁচিশ বছরে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি শাসনের তিন বছরেই তাই হয়েছে। এর একাধিক কারণ

পারবে না। এরপরও মানুষ অবিজেপি দলকে ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী ছিল না। এই দলের কিছু ভোট সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। সুরমার

নির্বাচনে। বিধানসভার নির্বাচনে এই ভোট ছিল মাত্র সাড়ে চারশো। জনমতের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি দল। সুতরাং কংগ্রেস তলিয়ে যাচ্ছে সুরমায়।

কারুশিল্পীদের মেশিন বিতরণ

আগরতলা

২২ মার্চ ঃ ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণাধীন হ্যান্ডিক্রাফ্টস ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ের আগরতলাস্থিত হ্যান্ডিক্রাফ্টস সার্ভিস সেন্টার কর্তৃক অ্যাডপটেড গান্ধীগ্রাম হ্যান্ডিক্রাফ্টস ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পঁচিশজন কারুশিল্পীকে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বাঁশের মাদুর তৈরির তাঁত কল এবং পঁচিশজনকে সেলাই মেশিন ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ও হ্যান্ডিক্রাফ্টস ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় আগরতলার লিচুবাগানস্থিত হ্যান্ডিক্রাফ্টস সার্ভিস সেন্টার ও বিসিডিআই প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের আসন অলঙ্কৃত করেন উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের উপ-অধিকর্তা লক্ষ্মণ বসাক। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হ্যান্ডিক্রাফ্টস সার্ভিস সেন্টারের সহ-অধিকর্তা পম্পা কর্মকার, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমের হ্যান্ডিক্রাফ্টস পারচেজ ইনচার্জ তথা রাজ্যের বিশিষ্ট কারু ও চিত্রশিল্পী সুভাষ সূত্রধর ও বিশিষ্ট কারুশিল্পী ও এন্টারপ্রেনার ভজন শর্মা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কারুশিল্পী তথা ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভানেত্রী গীতা রাণী চক্রবর্তী। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের ভাষণে রাজ্যের কারুশিল্পের উন্নয়নে হ্যান্ডিক্রাফ্টস ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের উপর আলোকপাত করেন এবং ভারত বিখ্যাত রাজ্যের কারুশিল্পের উন্নয়ন ধারা বজায় রাখতে রাজ্যের কারুশিল্পীদের নতুন নকশায় ও আরও উন্নতমানের কারুদ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য আহ্বান রাখেন। তৎসঙ্গে হ্যান্ডিক্রাফ্টস ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ের প্রযোজনায় আগরতলার পূর্বাশা আরবান হাটে (২৬ মার্চ পর্যন্ত) সম্পূর্ণ এককভাবে আয়োজিত কারুশিল্প মেলায় সর্বস্তরের জনগণকে মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য বক্তারা আহ্বান রাখেন।

ডোমেস্টিক ওয়ার্কার কমিটি

সংবাদ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ঃ গৃহ পরিচারিকা কর্মীদের সমস্যা সমাধান ও তাদের সহযোগিতা করার

রাজ্যব্যাপী নেশামুক্তি অভিযানে এইচএফটি

আগরতলা, ২২ মার্চ ঃ হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি এ ছোট্ট রাজ্যকে 'ড্রাগস'-এর নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের কুড়িটি স্থানে সচেতনতামূলক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে। ত্রিপুরা রাজ্য, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড এবং নিকটবর্তী দেশগুলোর 'স্বর্ণিম ত্রিভুজ' এর খুবই নিকট অবস্থিত। তাই ত্রিপুরাতে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নেশাজাতীয় ওষুধ অনেক আগেই প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই নেশা গ্রহণকারীর আধিক্য (Intravenous Drug Users) উত্তর ত্রিপুরাতে এবং ঊনকোটি ত্রিপুরাতেই বেশি ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ ভয়ঙ্কর নেশা উত্তর ত্রিপুরা থেকে ধলাই, খোয়াই হয়ে রাজধানী শহর আগরতলায় খুব সহজেই পৌঁছে যায়।

আগরতলা শহরের বিভিন্ন অংশে এখন ড্রাগসের নেশার বাড়বাড়ন্ত। আগরতলা থেকে এ মারণ নেশা খুব সহজে সিপাহিজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় পৌঁছে গেছে। আজ সারা ত্রিপুরাতেই ড্রাগের নেশায় আসক্তদের দেখা যায়। দেখা গেছে ছেলেদের মধ্যে এ নেশা গ্রহণ করার প্রবণতা খুবই বেশি এবং বেশিরভাগ সময়ে এদের বয়স ১৪ থেকে ২৫ বা ৩০ বছর। নেশাগ্রস্ত হয়ে এসব ছেলেরা পরিবার এবং বাইরের লোকেদের সঙ্গে অসংলগ্ন ব্যবহার করে। তাদের প্রায় সকলেই পড়াশোনা পরিত্যাগ করে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। দেখা গেছে IDU ভুক্ত ছেলেরা মস্তিষ্কের রোগেও আক্রান্ত হয়। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীরা তিনটি রক্তবাহিত ভাইরাসের রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

এ রোগগুলো হলো এইডস, হেপাটাইটিস সি এবং হেপাটাইটিস বি। এ কারণে ত্রিপুরাতে বর্তমানে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে হেপাটাইটিস সি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৯৫ শতাংশ ড্রাগের নেশায় আসক্ত এবং হেপাটাইটিস বি-এর ক্ষেত্রে সেটা প্রায় ২০ শতাংশ। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এ কাজে সহযোগী হিসাবে কাজ করছে হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরা। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী গোমতী ত্রিপুরার, জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী এই জন আন্দোলনের সূচনা করেন উদয়পুরে। ওই সভায় জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারীতেই পালাটানা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শান্তিরবাজারে বাজার সভার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার অনুরোধ জানানো হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়াতে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী কমলপুর মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী কুলাইয়ের বিভিন্ন সংগঠন এবং মনুতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারী, বিশ্রামগঞ্জ মান্টিপারপাস হলে সিপাহিজলার জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডা. ফণীন্দ্র মজুমদারের উপস্থিতিতে এক বিশাল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী সোনামুড়ায় বিভিন্ন অংশের মানুষের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের উপস্থিতিতে ধর্মনগর টাউন হলে ২৮ ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ড্রাগ বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসাবে। ২৭ ফেব্রুয়ারী পানিসাগরে এবং কদমতলায় বিভিন্ন অংশের জনগণ এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জে এম ঘোষ। কুমারঘাটে বিধায়ক ভগবান দাসের উপস্থিতিতে গত ১৬ মার্চ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলার যোগেন্দ্রনগরে ১৩ ফেব্রুয়ারী বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী রেবতীমোহন দাসের উপস্থিতিতে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডা. শান্তনু ঘোষ এবং ডা. কিশলয় ঘোষ।

এছাড়া আগরতলায় ভাটি অভয়নগর এবং নরসিংগড়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারী। এসব সভায় বক্তব্য রাখেন হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশনের সদস্যগণ। ডা. উদয়ন মজুমদার, ডা. স্বপন বর্মণ এবং ডা. দীপায়ন সরকার আলোচনা করেন নরসিংগড় মডার্ন সাইকিয়াট্রি হাসপাতালে। মোহনপুর হাসপাতালে অনুষ্ঠান হয় ১৫ মার্চ। গত ১৮ মার্চ বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা সুশান্ত দেব, ডা. জ্যোতির্ময় দাস, ডা. প্রদীপ ভৌমিক এবং অসীম ঘোষ। রাণীরবাজার বিদ্যামন্দিরে ১৮ মার্চের সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউণ্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ডা. শান্তনু ঘোষ। মাসাধিক কালব্যাপী রাজ্যব্যাপী এ বিশাল কর্মযজ্ঞ ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আহ্বানকে শক্তিশালী করার সমস্ত পদক্ষেপ

মহড়া জিরানীয়ায়

সংবাদ প্রতিনিধি

আগরতলা, ২২ মার্চ ঃ আগামী ছয় এপ্রিল এডিসি নির্বাচন। নির্বাচনকে সার্বিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য চলছে প্রশাসনের জোর প্রস্তুতি। সোমবার জিরানীয়া অখিলীণা হলে ভোটকর্মীদের নিয়ে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় ইভিএম মেশিন কীভাবে ব্যবহার করবে ভোট কাজে নিয়োজিত কর্মীরা তা অডিও ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর পাশাপাশি দেওয়া হয় হাতে কলমে প্রশিক্ষণও। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে এদিন ভোট কর্মীদের করোনার টিকা দেওয়া হয়। মহকুমাশাসক সুভাষ দত্ত জানান, পনেরো জিরানীয়া ও পনেরো মান্দাই পুলিনপুর কেন্দ্রের জন্য মোট ৪৫০জন ভোটকর্মী নিয়োজিত করা হবে। তাদের এদিন দ্বিতীয় দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত ভোট কর্মীকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজটিও সম্পন্ন করার কাজ চলছে। জানা গেছে, পনেরো জিরানীয়া আসনের মোট ভোটার ২৯ হাজার ৪৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪ হাজার ৫৬৭জন মহিলা ভোটার ১৪ হাজার ৯০৮জন। ষোল মান্দাই পুলিনপুর কেন্দ্রের ভোটার ২৭ হাজার ৪৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার তেরো হাজার ছয়শ পনেরোজন, মহিলা ভোটার তেরো হাজার আটশ তেইশজন।

কল্যাণপুরের বৈরাগী পাড়ায় ভোট প্রচার

সংবাদ প্রতিনিধি

কল্যাণপুর, ২২ মার্চ ঃ বৈরাগী পাড়াতে সন্ত্রাসবাদের ভয়ে পা ফেলাও অনেকটা কষ্টকর ছিলো। আজ সেই প্রত্যন্ত বৈরাগী পাড়াতে বিজেপি আইপিএফটি প্রার্থীর সমর্থনে জমকালো জনজমায়েত থেকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে এডিসির উন্নয়নের প্রশ্নে যে কোনও চ্যালেঞ্জকে সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করে জোটের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান, বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। জোটের প্রার্থী বলরাম দেববর্মা এবং মিন্টু দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত এদিনের সমাবেশে বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন প্রার্থীদ্বয়, ছিলেন বিজেপি নেতা পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সদস্য সৌমেন গোপ সহ জোটের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষনেতৃত্ব। পিনাকী দাস চৌধুরী আশা ব্যক্ত করে বলেন, যে এবারের নির্বাচনে শুধু মান্দাই পুলিনপুর বা রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রে নয়, গোটা ত্রিপুরার পাহাড়ে জোটের বিজয় কেতন উড়বেই। প্রার্থী বলরাম দেববর্মা এবং মিন্টু দেববর্মা তাদের জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।